বাংলা পিডিএফ ডট নেট এর সৌজন্যে

ডায়মণ্ড কমিকস্

DB–121 8.00

স্পাইডার ম্যান 1

শ্যামল

ফ্রী
স্পাইডারম্যানের
স্টিকার

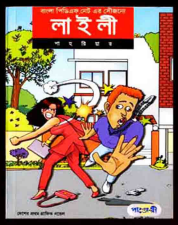

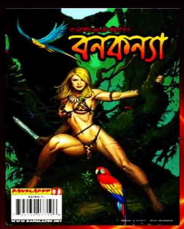

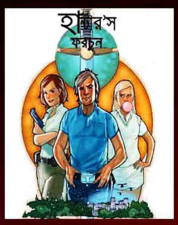

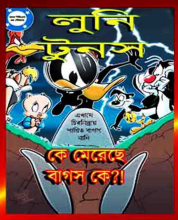

হাই কোয়ালিটিতে
ওয়াটারমার্ক বিহীন কমিকস
পড়তে আজই ভিজিট করুন
www.banglapdf.net

শ্যামল

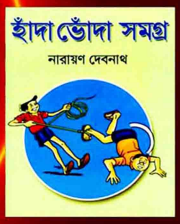

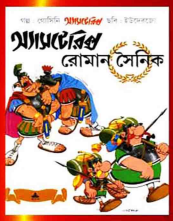

ডায়মন্ড কমিক্‌সে

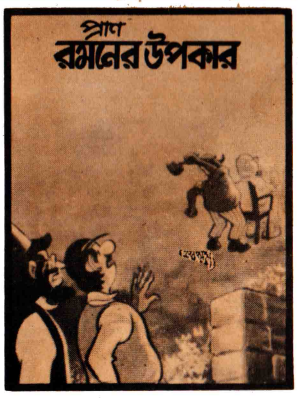

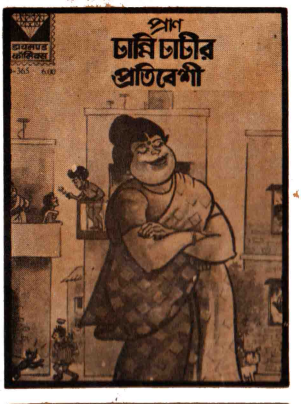

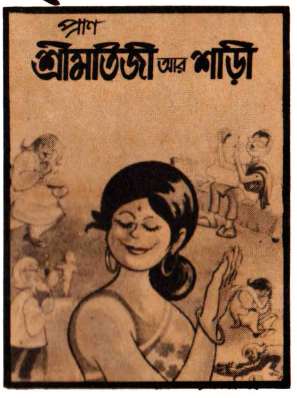

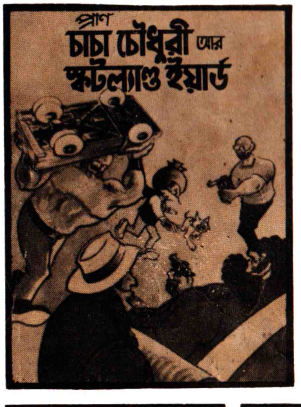

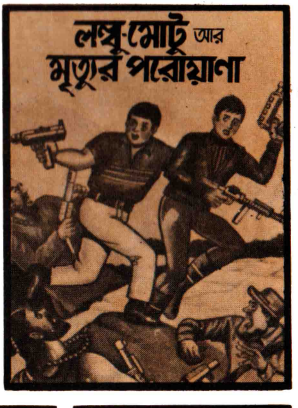

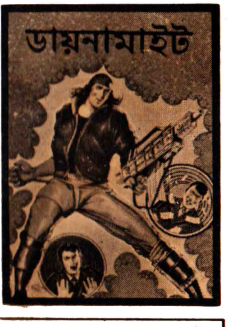

Diamond Comics MAGIC FUN BOX

PAY Rs. 60/- instead of Rs. 120/-

- 5 Multi Dimensional Comics Worth Rs. 30/-
- 10 Diamond Comics Worth Rs. 30/-
- 1 Lunch Box Worth Rs. 20/-
- Lot of Gifts Worth Rs. 40/-

Total Worth Rs. 120/-

Printed & Published by Narendra Kumar on behalf of Diamond Comics with arrangement of Best Photo Offset Printers 81, A Type DDA Shed, Okhla Phase-II, New Delhi & Jain Offset Printers 2864 Chail Puri, Kinari Bazar, Delhi 110006

Editor : Gulshan Rai

স্পাইডার-ম্যান

ফিটফাট পোশাকের হিরো? সত্যি বলতে কি আমরা কমিক ম্যাগাজিনের লোকেরা এ ধরনের পাত্রকে লম্বা আন্ডারওয়্যারধারী পাত্র বলি...আর আপনারা জানেন যে, এধরনের লোক প্রচুর সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়...কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, স্পাইডারম্যান তাদের থেকে আলাদা!
গ্যাং, আমাদের নাচের জন্য আরও একজন লোকের প্রয়োজন ছিল না? পিটার পার্কারকে নিয়ে নিলে কেমন হয়? ও ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে।
কেন ঠাট্টা করছ? ঐ বইয়ের পোকাটা তো চা-চা-চা আর ওয়াল্‌টজের তফাতটাও জানেনা।
পিটার পার্কার? ও তো মিডটাউনের একমাত্র পেশাদার 'ওয়াল ফ্লাওয়ার' (দেওয়ালের ফুল)।

আপনারা নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন যে, পিটার ঐ ক্যাম্পাসের সবচেয়ে লম্বা চওড়া লোক ছিল না, কিন্তু ওর কাকা বেনের মতে ও এক বিশেষ ধরণের ছেলে ছিল!
তুমি আমাকে বোকা বানাচ্ছিলে! আমি জানি যে, তুমি জেগে আছ...ওঠো, স্কুলের সময় হয়ে গেছে!
ওফ্‌হো আঙ্কল! আপনি তো সবসময় এ্যালার্ম ঘড়ির মত বেজেই চলেন!

পিটারের কাকী (আন্টি)-র সারাদিন পিটারের দেখাশোনা করেই কাটত!
পিট, আমি তোমার মনের মত খাবার বানিয়েছি...হুইট কেক!
একে খাইয়ে-খাইয়ে আর মোটা কোরনা প্রিয়ে...এ এখন থেকেই কুস্তিতে আমাকে হারিয়ে দেয়!

মিউটাউন স্কুলের শিক্ষকরাও ঐ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিশ্রমী ছেলেকে ভালবাসত।
ভাল করে পড়াশোনা কর, পার্কার...স্নাতক হলে তুমি স্কলারশিপ পাবে!
আমি পুরো চেষ্টা করব, স্যার!

কিন্তু দুঃখের বিষয়, অন্য শিক্ষার্থীরা ওর ওপর বিনা কারণে রেগে যেত কখনো-কখনো!
সেলী...আজ সন্ধ্যায় কি তুমি ব্যস্ত আছ!
তোমাকে আমি পছন্দ করিনা।

বিশেষ করে যখন থমসনের মত কোন ছেলে সামনে থাকে!
তোমার পছন্দ আমার ভাল লেগেছে সেলী!
শোন... আজ সায়েন্স হলে এক দারুণ প্রদর্শনী হচ্ছে...
সায়েন্স হল...হুঁ!
তুমি একাই যাও... আমরা মজা লুটি!
এভাবে এক কিশোর বয়সের ছেলের বেশ কিছু হৃদয়বিদারক মুহূর্ত কাটল!
তোমার অনুভেদক বৈজ্ঞানিকদের প্রণাম জানিও!
বায়...বইয়ের পোকা...
আজ যত পার ঠাট্টা করে নাও...কিন্তু একদিন আমি কিছু একটা হয়ে তোমাদের দেখিয়ে দেব...
বৈজ্ঞানিক প্রদর্শন
রেডিও ধর্মের প্রয়োগ
প্রদর্শনী
কামরা ৩০

পার্কার সব ঠাট্টা ভুলে গিয়ে পারমাণবিক বিজ্ঞানের চমৎকারীত্বে নিজেকে ডুবিয়ে দিল।
এবার ল্যাবে রেডিওধর্মী কিরণের নিয়ন্ত্রণের প্রদর্শন করা হবে।
কিন্তু প্রয়োগ শুরু হতেই সবার চোখের আড়ালে একটা ছোট্ট মাকড়শা (স্পাইডার/ ছাদ থেকে পাতলা সুতোর সাহায্যে নীচে নেমে আটকে রইল।
নিয়তি যেন এই মাকড়শাটাকে জীবনের রঙ্গমঞ্চে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অভিনয় করতে পাঠিয়েছিল।
হঠাৎ ঐ মাকড়শাটা নিজের সবচেয়ে কাছে দাঁড়ানো ছেলেটার হাতে কামড় বসাল।
উফ্!

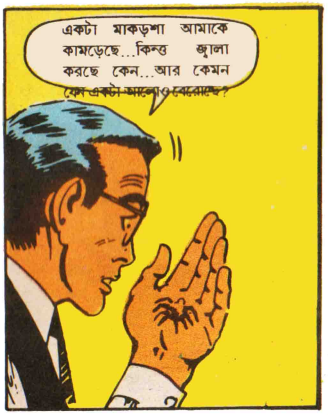
একটা মাকড়শা আমাকে কামড়েছে...কিন্তু জ্বালা করছে কেন...আর কেমন যেন একটা আলোও বেরোচ্ছে?

আ...আমার মাথা ঘুরছে ... খোলা বাতাস চাই!
মনে হচ্ছে পার্কার সব কিছু দেখে ঘাবড়ে গেছে।
বেচারী খুবই দুর্বল।

ওফ্...আমার এ কী হচ্ছে? কি রকম যেন অদ্ভুত লাগছে...যেন আমার শরীরে এক বিচিত্র শক্তি ভর করেছে!
কোঁ...
কোঁ...!

চিন্তায় মশগুল পার্কার একটা গাড়ীর হর্ন শুনতে পেল না...গাড়ীটা ওর পাশ দিয়ে চলে গেল! ও বাঁচার জন্য লাফিয়ে উঠল...কিন্তু কি ধরনের লাফ?
দেখেছ...কতরকমের বোকা আছে এই দুনিয়ায়...যারা রাস্তা দিয়ে চলার সময়ও স্বপ্ন দেখে থাকে!
বোকার কমতি আছে নাকি?

আরে...আমি তো এই দেওয়ালে এমনভাবে চড়ে যাচ্ছি, ঠিক যেন রাস্তা দিয়ে হাঁটছি!

মা...দ্যাখো.. ওই লোকটা কিভাবে ঐ বাড়ীতে চড়ছে।
দেখেছ... ভয়ের বই দেখার ফল এইরকমই হয়!

তাজ্জব ব্যাপার.. আমি মাত্র কয়েক সেকেন্ডে এর ওপর উঠে এসেছি।
আরে... আমি এই লোহার পাইপটাকে কাগজের মতো মুচড়ে দিয়েছি।

এসব ঐ মাকড়শাটার জন্য হচ্ছে না তো... ও আমাকে কামড়ানোর ফলে আমি ওর মত শক্তির অধিকারী হয়ে পড়িনি তো!

আমি এই তারটার ওপর দিয়ে এত সহজে হাঁটতে পারছি যেমন মাকড়শা নিজের জালের ওপর দিয়ে চলে।
এখন আমাকে ভাল করে চিন্তা ভাবনা করে দেখতে হবে যে, সৌভাগ্যবশতঃ পেয়ে যাওয়া এই শক্তির ব্যবহার কিভাবে করা যায়।
কয়েক মিনিট পর..
হুম্... নিজের শক্তি প্রয়োগের এটা ভাল সুযোগ।
ক্লাশার হোগনের সঙ্গে রিং-এ তিন মিনিট যে থাকতে পারবে, তাকে ১০০ ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে!
উৎসাহে পরিপূর্ণ পিটার দ্রুত নিজের বাড়ী পৌঁছল।
আমি পুরোন পোশাকে বেরিয়ে পড়ব...আর নিজের চশমা এখানেই রেখে যাব...কিন্তু আমি বিফল হলে? তখন নিজেকে লোকাতে আমাকে কোন একটা পোশাক পরতে হবে।

কয়েক মিনিট পর...!
আমি ১০০ ডলার পেতে চেষ্টা করব, কাশার!
আরে বাহ...এত সাহস! তাহলে হয়ে যাক মোকাবিলা!

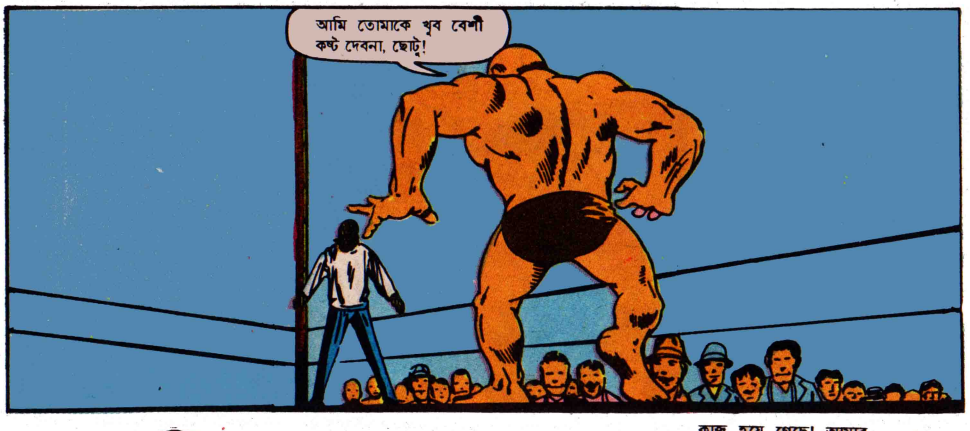
আমি তোমাকে খুব বেশী কষ্ট দেবনা, ছোট্টু!

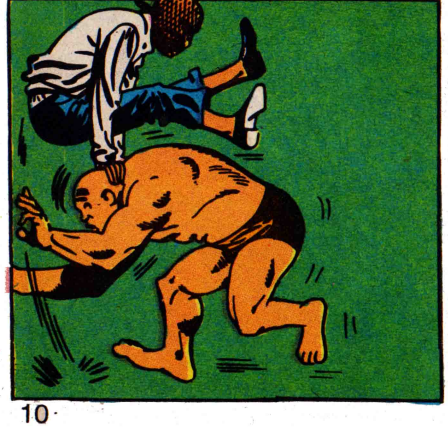

কাজ হয়ে গেছে! আমার কাছে গতিও আছে, দ্রুততাও আছে আর এক বিশাল মাকড়শার অসীমীত শক্তিও
আরে!

আমাকে নীচে নামাও, তুমি জিতেছ!
তুমি মানুষ নও... মানুষে এরকম করতে পারে না!
বাজী ধরবে?
এ জিনিষ আগে দেখিনি!
বাহ...অদ্ভুত! এই মুখোশটা একে সত্যিই রহস্যময় করে তোলে। ও সত্যিই কামাল করেছে!
এই মুখোশধারী ঠিক সেইরকম – যেরকমটা আমরা খুঁজছি!
শোন বন্ধু...আমি এক টি.ভি. প্রোডিউসার... তোমার ঘেমচা থেকে আমি প্রচুর টাকা কামাতে পারি...আর এই মুখোশটা সবসময় পরে থেকো... এতে ব্যাপারটা জমবে জানো...এই হল আমার কার্ড...দেখা কোর!
ধন্যবাদ!

পরে বাড়ীতে
ও তো এখনও কিছুই দেখেনি... আমার কাছে মাকড়শা (স্পাইডার)-র শক্তি আছে, তাই আমি মাকড়শার মতই পোশাক বানাব! আরে। জাকী?
তোমাকে ক্লান্ত লাগছিল, তাই তোমার জন্য কিছু ক্রীম বিস্কুট আর দুধ এনেছি।

ক্রীম বিস্কুট আর দুধ... বাহ! যদি এরা জানত।
এবার মাকড়শার জাল চাই...এই সুতো আর রীল কাজে আসবে।

আমি এক একটা সুতো আমার হাতে লাগিয়ে নেব আর হাল্কা চাপ দিয়ে মনের মত ঢং-এ আঙুল নাড়াব।

আমার একটা নামও চাই... 'স্পাইডার ম্যান' নামটা কেমন?

ওরা আমার ঠাট্টা করত আর বইয়ের পোকা বলত, কিন্তু ওরা ভুলে গেছিল যে কোন বিজ্ঞানের ছাত্রই এমন ব্যবস্থা করতে পারে।
এক দিকে মজবুত সিমেন্টের মিশ্রণ লাগিয়ে নিজেকে যেখানে খুশী টেনে নিয়ে যেতে পারি।
আর আমার পোশাক খুবই পাতলা
পৃথিবীবাসী, সাবধান.. আসছে স্পাইডার-ম্যান!

যে কোন ছোট বাচ্চাও এ কথা জানে যে, যদি টি.ভি. তে দেখতে পাওয়া কোন মানুষ মানুষের চেয়ে বেশী মাকড়সার মত লাগে, তবে সে হৈ-চৈ ফেলে দেবে, বিশেষ করে যদি ওর কেরামতী ট্রিক ফোটোগ্রাফী ছাড়া দেখানো হয়। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, লোকেরা স্পাইডার-ম্যানকে কিভাবে স্বাগত জানিয়েছিল।
চোখে দেখেও বিশ্বাস করা অসম্ভব।

সবাই হতবম্ব হয়ে পড়েছে...আপনার দোষ কি?
এমনিতে আপনি মানবাকৃতি মাকড়শাকে নিজের জাল বুনতে দেখেছেন কি?
ও.কে. স্পাইডারম্যান, যথেষ্ট হয়েছে... ওদের বেশী আর কেরামতী দেখিওনা
প্রথম টি.ভি. শো শেষ হতেই পিটার পার্কার ওর তাৎক্ষনিক সফলতা আর প্রসিদ্ধির স্বাদ পেল।
আপনার ফোটার জন্য আমরা যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত!
আমি আপনাকে সিনেমায় বিখ্যাত করে দেব!
দাঁড়ান! আমি আপনার ইন্টারভিউ নিতে চাই!
আমার এজেন্টের সঙ্গে কথা বলুন..

ওদের থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি...কিন্তু ওদিকে কি হচ্ছে?
ধরো-ধরো...চোর! ও লিফ্‌ট পর্যন্ত্য পৌঁছতে পারলে পালিয়ে যাবে।
বেরিয়ে এসেছি।
এখন আমি সুরক্ষিত। ঐ পুলিশটা এত দ্রুত নীচে আসতে পারবে না, যত দ্রুত আমি লিফটে করে নেমে এসেছি...
আপনি এখানে কি করছিলেন, মিষ্টার? ঐ লোকটাকে আটকাতেও পারলেন না?
মাফ কর বন্ধু! এটা তোমার কাজ...আমি কারও হুকুমের চাকর নই...এখন থেকে আমি নিজের মতে চলব।

আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করব!
বৃথা চেষ্টা কোরনা... আমার আরও কাজ আছে!

কয়েক ঘন্টা পর
পিট...তুমি একটা মাইক্রোস্কোপ চেয়েছিলে...তোমার কাকা আজ সেটা নিয়ে এসেছে।
বাহ! দারুণ!

শুধু এই দুজনই আমার প্রতি দয়া দেখিয়েছে... আমি এদের সর্বদা সুখী করার চেষ্টা করব... বাকীরা জাহান্নামে যাক!
এরকম স্নেহময় পরিবার কমই আছে!

শীঘ্রই স্পাইডারম্যান সমস্ত দেশে হৈ-চৈ ফেলে দিল!
স্পাইডারম্যান নতুন টি.ভি. সিরিয়ালে
স্পাইডারম্যানকে 'শো-বিজ' পুরস্কার
ডেলী ডিউয়ার
স্পাইডারম্যানকে দেখতে
প্রচন্ড ভীড়!
কে এই স্পাইডারম্যান?

এক সন্ধ্যায় স্পাইডারম্যান খেলা দেখিয়ে বাড়ী ফিরছে!
পুলিশ? আমাদের বাড়ীর সামনে কি ব্যাপার?

দুঃসংবাদ পিট... তোমার কাকার খুন হয়ে গেছে!
কাকা নেই? না...এ হতে পারে না।

কে মেরেছে ওকে?
কোন চোর ছিল। তোমার কাকা হঠাৎ বাড়ী ফিরে ওকে চমকে দিয়েছিলেন...কিন্তু চিন্তা কোরনা, আমরা ওকে ঘিরে ফেলেছি...খুব তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে!

তোমার কাকী পাশের বাড়ীতে আছেন।
আমাকে যেতেই হবে... ঐ কুকুরটাকে ধরতেই হবে!

আমি জানি গুদাম কোথায়... বহুবছর খালি ছেড়ে আছে... খুনী ওখানে থেকে পুরো ফৌজের মোকাবিলা করতে পারে।
কিন্তু স্পাইডার-ম্যানের নয়!
গুদামটা শহরের অন্যপ্রান্তে!
কিন্তু আমি ওখানে শীঘ্র পৌঁছে যাব।

এই ফাঁকে
ও ওদিকেই কোথাও আছে... ওকে রাগিয়ে দিলে ও আমাদের মাছির মত টিপে মারবে।

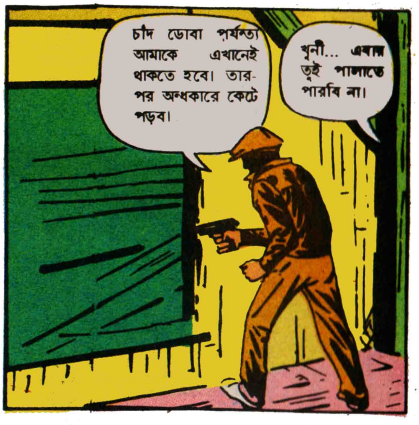
চাঁদ ডোবা পর্যন্ত আমাকে এখানেই থাকতে হবে। তারপর অন্ধকারে কেটে পড়ব।
খুনী... এবার তুই পালাতে পারবি না।

আরে... এ কী?
চমকে গেছিস?

এবার আরও চমকে যাবি!

আমার পালানো উচিত... কে জানে এসব কি দেখছি!
পৃথিবীর যেখানেই যাওনা কেন, আমরা হাত থেকে বাঁচবেনা।
প্রথমে আমার জাল তোমার পিস্তল কেড়ে নেবে!
সর্বনাশ!
বাকী কাজ আমার ঘুষি করবে।
এই মুখ...না... এ হতে পারে না!
এতো সেই চোর, যে আমার সামনে দিয়ে পালিয়ে ছিল...আমি একে ধরতে পারতাম।
একে তাড়াতাড়ি ধরতে হবে, ও অন্ধকারে পালিয়ে না যায়!
ক্যাপ্টেন... ওদিকে!
ঐ যে ও!
তাইতো..
আর ওখান থেকে একটু দূরে
আমারই ভুল...একে যদি তখনই ধরে ফেলতাম, তাহলে কাকা মরত না। ওহো...প্রিয়... কাকা।
তখন এক রোগা-পাতলা আকৃতি এটা অনুভব করল যে, পৃথিবীতে সব বৃহৎ শক্তির দায়িত্বও বেড়ে যায়...ওরও!
আর তখনই এমন এক চরিত্রের উদয় হল–যে কমিকসের জগতে সবচেয়ে বেশী আলোচিত নায়ক! স্পাইডারম্যান!

স্পাইডারম্যানের মুখোশের রহস্য

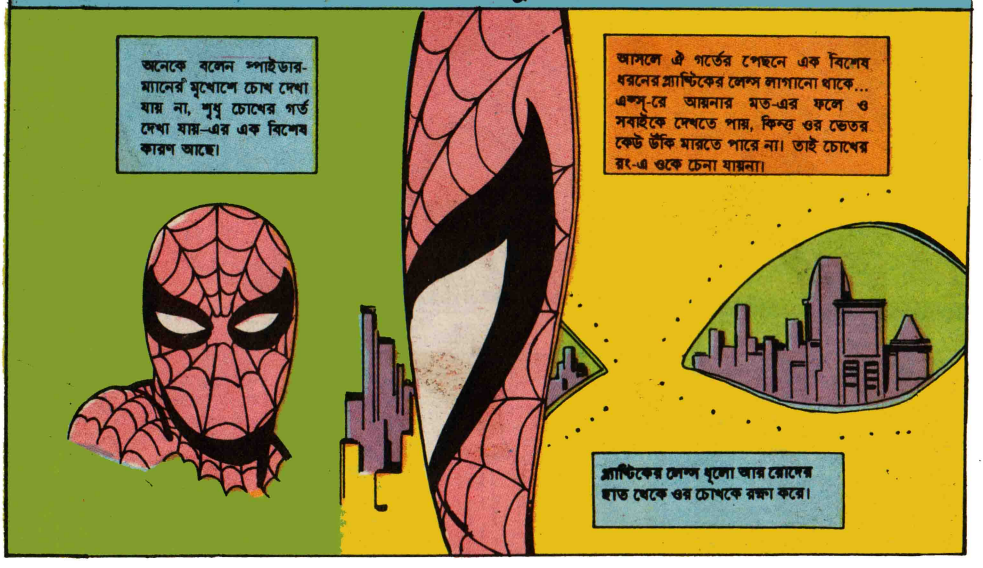

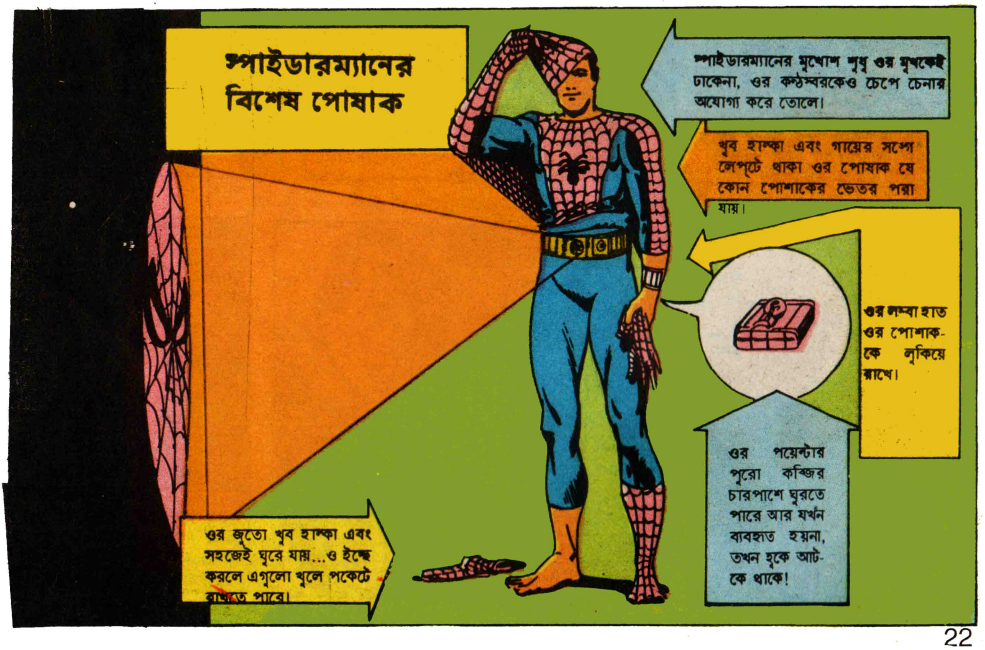

অজেয়
লৌহ-মানব
সূচনা
বিপদ
১০,০০০
ভোল্ট

যখন কোটিপতি ব্যবসায়ী টোনি স্টার্ক, এক অসাধারণ আবিষ্কারক, নিজেকে সূর্যচালিত শয়তানী কবচে ঢেকে ফেলল, তখন ও পৃথিবীর মহান লড়াকু মানব-মোশন হয়ে পড়ল।

স্ট্যান লি প্রস্তুতি অজেয় লৌহ-মানব

লেখক : ডেভিড মাইকেলিনী | পেন্সিল-ডইং : ক্যারমাইন ইন্ফান্টিনো | মসিশিল্পী : বব লেটন | সম্পাদক : রজার স্টার্ন | বাংলা অনুবাদ : জলি দে

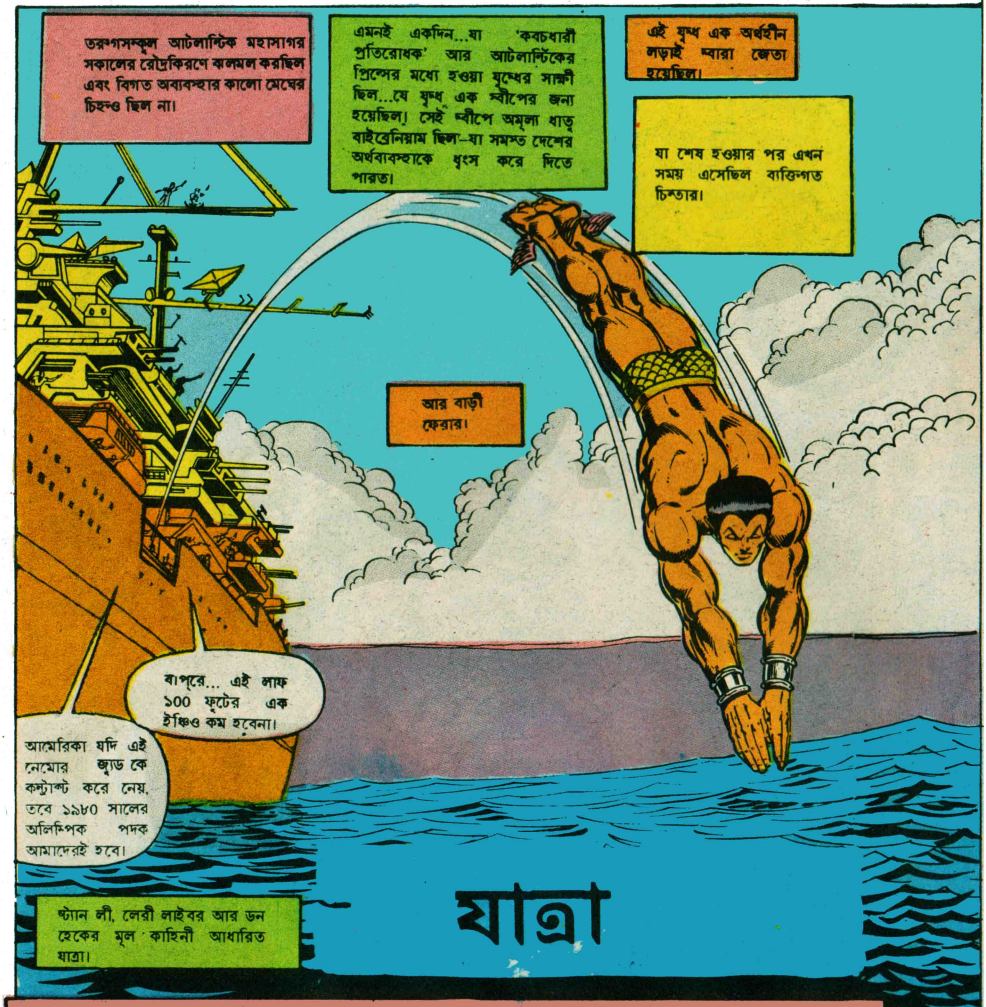

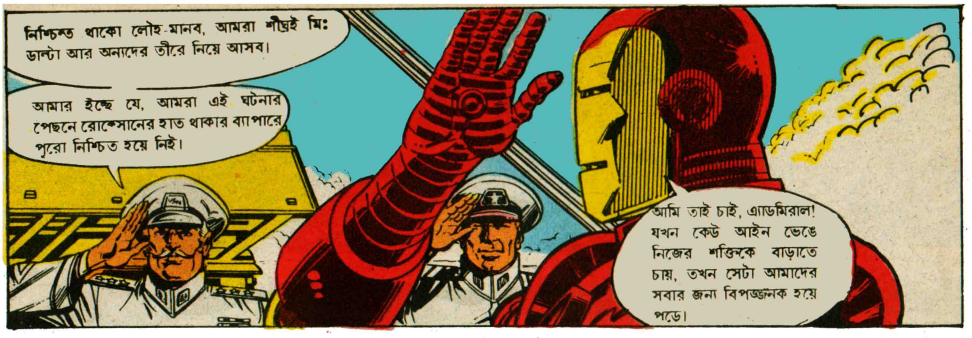
নিশ্চিন্ত থাকো লৌহ-মানব, আমরা শীঘ্রই মিঃ ডাল্টা আর অন্যদের তীরে নিয়ে আসব।
আমার ইচ্ছে যে, আমরা এই ঘটনার পেছনে রোক্সোনের হাত থাকার ব্যাপারে পুরো নিশ্চিত হয়ে নিই।
আমি তাই চাই, এ্যাডমিরাল! যখন কেউ আইন ভেঙে নিজের শক্তিকে বাড়াতে চায়, তখন সেটা আমাদের সবার জন্য বিপজ্জনক হয়ে পড়ে।

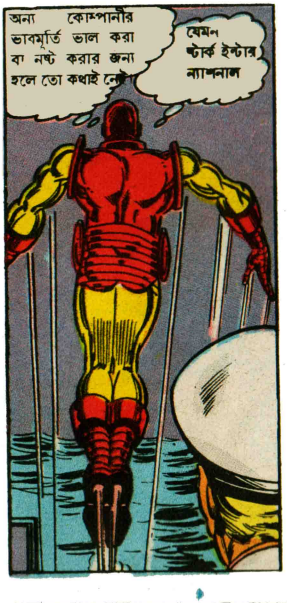
অন্য কোম্পানীর ভাবমূর্তি ভাল করা বা নষ্ট করার জন্য হলে তো কথাই নেই।
যেমন স্টার্ক ইন্টার ন্যাশনাল

দ্যাখো! ওমাহায় কি এমন দৃশ্য দেখা যায়?
আশ্চর্য—এক চমৎকার কবচধারী উড়ন্ত মানুষ!
হুঁ...আমরা কর্ণ সিল্ক পরলেও এমন দেখা যায়না।

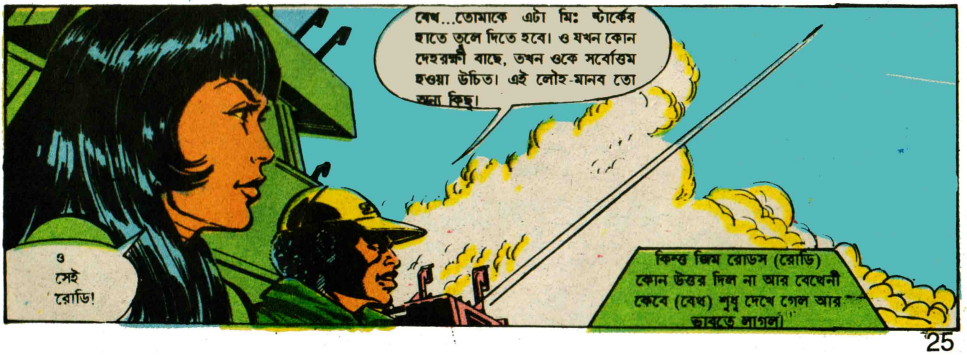
বেথ...তোমাকে এটা মিঃ স্টার্কের হাতে তুলে দিতে হবে। ও যখন কোন দেহরক্ষী বাছে, তখন ওকে সর্বোত্তম হওয়া উচিত। এই লৌহ-মানব তো অন্য কিছু।
ও সেই রোডি!
কিন্তু জিম রোডস (রোডি) কোন উত্তর দিল না আর বেথেনী কেবে (বেথ) শুধু দেখে গেল আর ভাবতে লাগল।

আর সাঁতার কাটতে-কাটতে প্রিন্স নেমোর

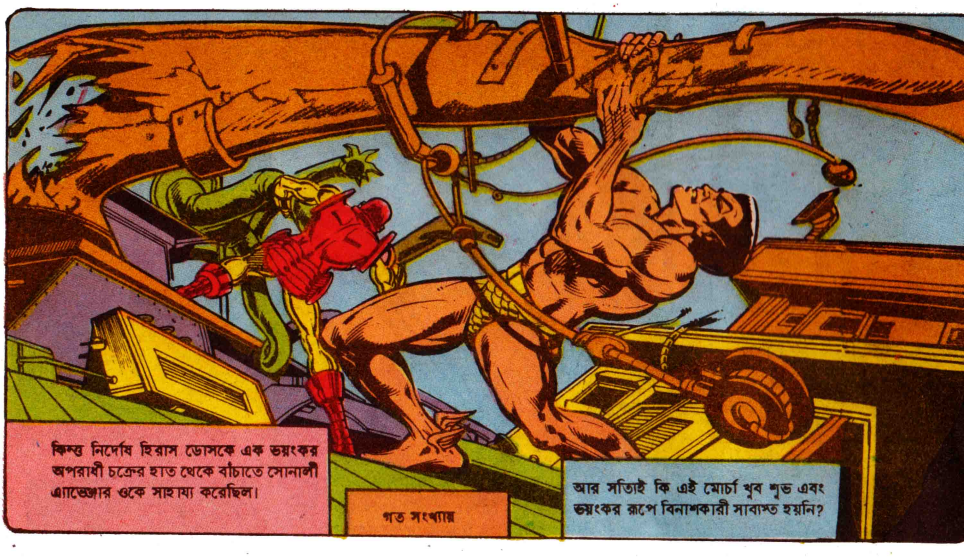

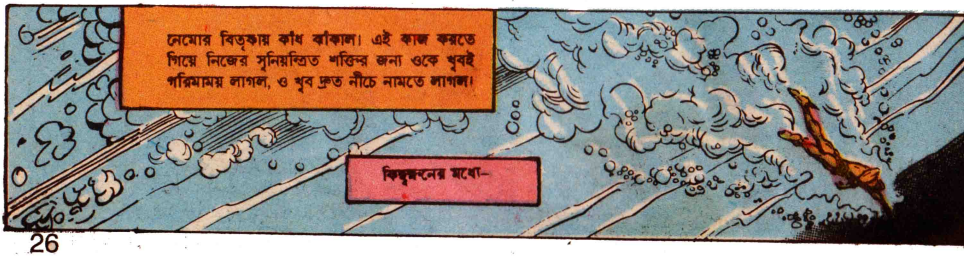

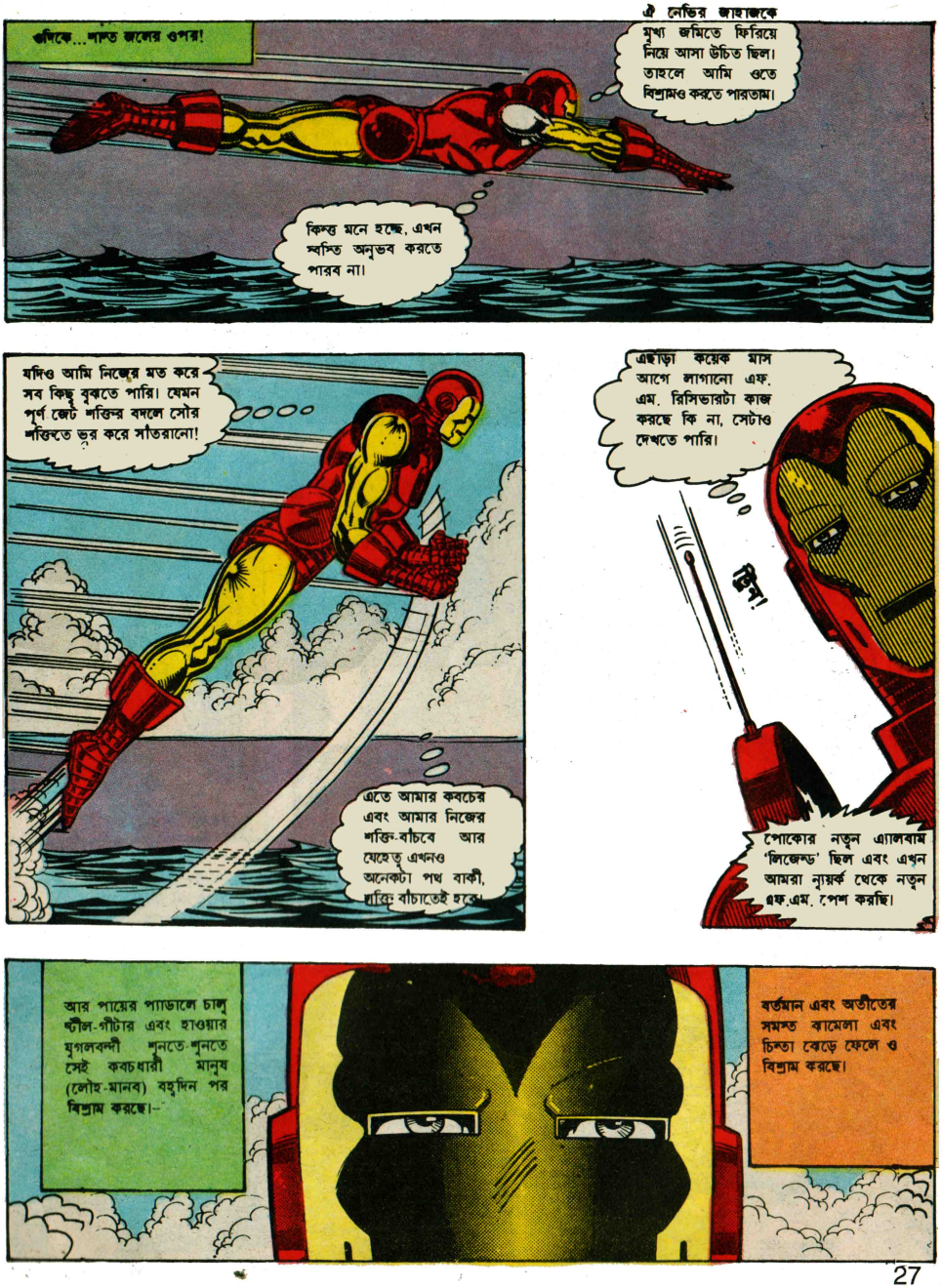
ওদিকে...শান্ত জলের ওপর!
ঐ নৌকির জাহাজকে মুখ্য জমিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা উচিত ছিল। তাহলে আমি ওতে বিশ্রামও করতে পারতাম।
কিন্তু মনে হচ্ছে, এখন স্বস্তি অনুভব করতে পারব না।
যদিও আমি নিজের মত করে সব কিছু বুঝতে পারি। যেমন পূর্ণ জেট শক্তির বদলে সৌর শক্তিতে ভর করে সাঁতরানো!
এতে আমার কবচের এবং আমার নিজের শক্তি-বাঁচবে আর যেহেতু এখনও অনেকটা পথ বাকী, শক্তি বাঁচাতেই হবে।
এছাড়া কয়েক মাস আগে লাগানো এফ. এম. রিসিভারটা কাজ করছে কি না, সেটাও দেখতে পারি।
টিন!
পোকোর নতুন এ্যালবাম 'লিজেন্ড' ছিল এবং এখন আমরা ন্যুয়র্ক থেকে নতুন এফ.এম. পেশ করছি।
আর পায়ের প্যাডালে চালু স্টীল-গীটার এবং হাওয়ার যুগলবন্দী শুনতে-শুনতে সেই কবচধারী মানুষ (লৌহ-মানব) বহুদিন পর বিশ্রাম করছে।–
বর্তমান এবং অতীতের সমস্ত ঝামেলা এবং চিন্তা ঝেড়ে ফেলে ও বিশ্রাম করছে।

সেই সময়ের কথা, যখন একই লোক দুটা ভাগে ভাগ হয়ে গেছিল।
এই শতাব্দীর সাত দশকের ভিয়েতনাম...আমেরিকায় এক গোপন ল্যাব...যা আমেরিক্যান সুরক্ষা-ক্ষেত্রের ভেতরেই ছিল। সেই কোটিপতি আবিষ্কর্তার
এ্যান্থনী স্টার্কের বিশেষ ল্যাব।
জেনারেল, আপনি কি ঐ সিন্দুক-দরজার পাহারা দিতে পারবেন?
আপনি দেখবেন, কি করে আমার যুগান্তকারী ট্রানজিস্টার এই ছোট চুম্বকটার শক্তি হাজারগুন বাড়িয়ে দেয়।
KLIK!
তুমি বলছ যে, এই ছোট্ট খেলনা ঐ দরজাটাকে ভেঙে ফেলবে?
স্টার্ক...একটু ভেবে-চিন্তে কথা বল... ওটা...ওটা...!
ঘররররররর...
ঘড়ড়ড় sss উউম!
বিশ্বাস হচ্ছে না। তোমার এই সুপার ট্রানজিস্টার পালশের কাজ অনেক কমিয়ে দেবে...
আমার মনে হয় আপনি আমার কাজটা... বুঝতে পেরেছেন,

সেই নতুন ট্রানজিস্টার আর ওয়া ব্যবহার করার পদ্ধতির পরীক্ষা করা হল
এই জঙ্গল থেকে নিজেদের তোপখানাকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল, কিন্তু মিস্টার স্টার্ক, আপনার আবিষ্কারের ফলে...
এখন আমরা আমাদের হস্তচালিত মর্টারকে ফ্ল্যাশলাইটের মত নিয়ে যেতে পারি।
আর এখন আমরা ওগুলোর ব্যবহারও করতে পারব, ক্যাপ্টেন!

দ্যাখো, কম্যুনিস্ট-রা কেমন পালাচ্ছে!
SSS
হুম্...আমি ভেবেছিলাম রণক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন আনব, কিন্তু তারতো কোন প্রয়োজনই নেই।

এই ধরনের হাতিয়ার থাকতে সম্ভাবনাও নেই। এখন আমাদের সৈন্যদের শুধু...

লুকোন বারুদী সুরঙ্গের হাত থেকে বাঁচতে হবে, ব্যস!

সৈন্যদের পুরো দল এক বিস্ফোরণে উড়ে গেল...কিন্তু এ্যান্থনী স্টার্ক এতটা ভাগ্যশালী ছিল না!

একজন আমেরিকান সিভিলিয়ান এখনও সুরক্ষিত! এটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে! একে আমরা কমান্ডারের কাছে নিয়ে যাব!

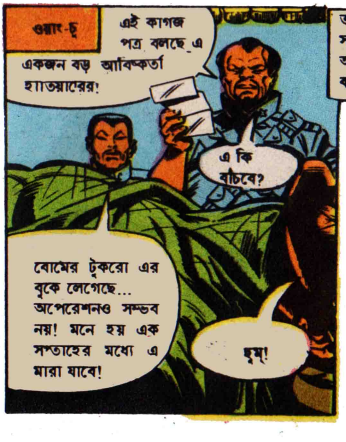
ওয়াং-চু
এই কাগজ পত্র বলছে এ একজন বড় আবিষ্কর্তা হ্যাতয়ারের!
এ কি বাঁচবে?
বোমের টুকরো এর বুকে লেগেছে... অপেরেশনও সম্ভব নয়! মনে হয় এক সপ্তাহের মধ্যে এ মারা যাবে!
হুম্!

তাহলে এ এক সপ্তাহের জন্য আমাদের হয়ে কাজ করবে!

তুই মরছিস সাম্রাজ্যবাদী... কিন্তু আমার ডাক্তার তোর প্রাণ বাঁচাতে পারে যদি তুই আমার জন্য একটা শক্তিশালী অস্ত্র বানিয়ে দিস!
হ্যাঁ...আমিও এতে বিশ্বাস করি!
যদি এই মেট্রুর ডাক্তাররা আমাকে সাহায্য করে, তবে আমি এর হয়ে কাজ করব।
কিন্তু আমি এই ছোট সীমা যোজনাকে তার উল্টোটাও করতে পারি!
তোমার প্রস্তাবে আমি রাজী, বন্ধু!
তুমি বুদ্ধিমান লোক, মিঃ স্টার্ক!
তাহলে কাজ শুরু কর...যা কিছু দরকার, পেয়ে যাবে!
ধন্যবাদ...এবার আমি এমন এক অস্ত্র বানাব, যা তুমি কোনদিনও ভুলবেনা।
তার মধ্যে আমার বেঁচে থাকার কোন কারণও হয়তো বেরিয়ে আসবে।
ও বেশ কিছুদিন কাজের মধ্যে ডুবে রইল।
আরও তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে, নাহলে এই বোমের টুকরো আমার হৃদয়ের কাছাকাছি চলে আসবে!
তারপর...
সাম্রাজ্যবাদী... তুই খুব ধীরে কাজ করিস! চিনসেন তোকে সাহায্য করবে!
না...আমি অত্যাচারীকে সাহায্য করবনা।

চিনসেন! তুমি প্রফেসর চিনসেন!
হ্যাঁ...আমি সেই! আমি এক বিখ্যাত কেমিস্ট ছিলাম, ওয়াং-চু গদীতে বসার আগে।
আমি বাধা দেওয়ায় ও আমাকে চাকর বানিয়ে নিয়েছে।

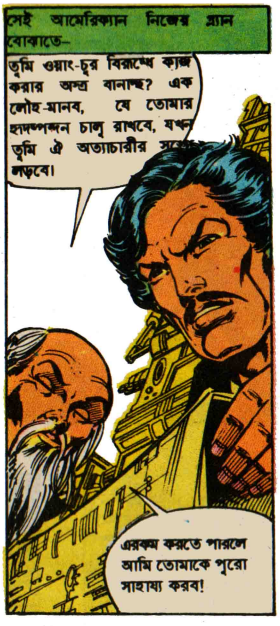
সেই আমেরিক্যান নিজের প্ল্যান বোঝাতে–
তুমি ওয়াং-চুর বিরুদ্ধে কাজ করার অস্ত্র বানাচ্ছ? এক লৌহ-মানব, যে তোমার হৃদস্পন্দন চালু রাখবে, যখন তুমি ঐ অত্যাচারীর সঙ্গে লড়বে।
এরকম করতে পারলে আমি তোমাকে পুরো সাহায্য করব!

কিছুদিন ধরে...ঐ দুজন বৈজ্ঞানিক এক লোহার পাটাতনকে পিটতে লাগল, ওতে বেশ কিছু গীয়ার আর কন্ট্রোল লিভার লাগাল।
যাতে ছোট্ট ট্রানজিস্টার থেকে শক্তি জোগানো হত।

এটা যেন ঠিক মানুষের মত কাজ করে, সেভাবে বানানো উচিত!
দেখে যাও, তাই হবে।

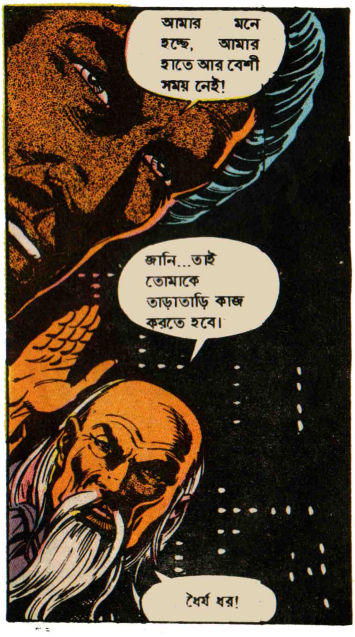
আমার মনে হচ্ছে, আমার হাতে আর বেশী সময় নেই!
জানি...তাই তোমাকে তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে।
ধৈর্য ধর!

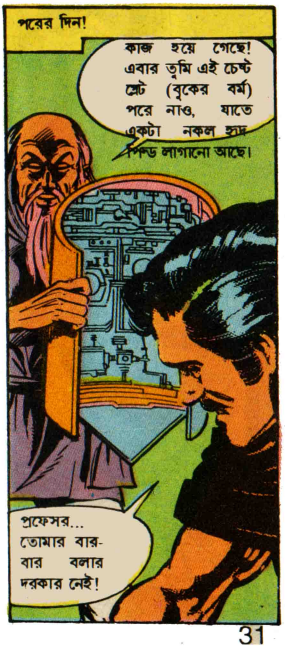
পরের দিন!
কাজ হয়ে গেছে! এবার তুমি এই চেষ্ট প্লেট (বুকের বর্ম) পরে নাও, যাতে একটা নকল হৃদ পিন্ড লাগানো আছে।
প্রফেসর... তোমার বার-বার বলার দরকার নেই!

কিছুক্ষণ পর..
দ্যাখো...এবার এটাকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে... তোমার বিশেষ ট্রানজিস্টার একে শক্তি যোগাবে, যাতে তোমার আহত হৃদপিন্ড সুচারুরূপে চলতে পারে!
যতক্ষণ তুমি এটা পরে থাকবে!

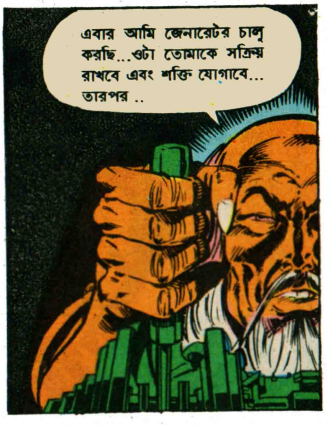
এবার আমি জেনারেটর চালু করছি...ওটা তোমাকে সক্রিয় রাখবে এবং শক্তি যোগাবে... তারপর ..

এ কী? বিপদের আলো জ্বলছে? কেউ আসছে!
বজজট..
বজজট

ওয়াং-চু যদি তোমাকে দেখে ফেলে, তাহলে আমাদের সব পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে...তাই।
ওয়াং-চুকে ভেতরে ঢুকতে দিও না!

সেকেন্ডের মধ্যে বাইরের দরজা খুলে গেল!
ওয়াং-চু মুর্দাবাদ! অত্যাচারীর মৃত্যু হোক!
ঐ বুড়োর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে...একে কুকুরের মত মারা উচিত!

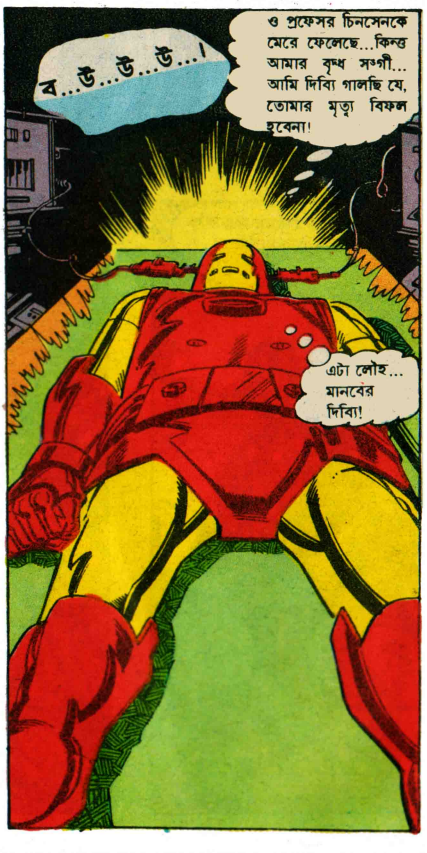
ব...উ...উ...উ...!
ও প্রফেসর চিনসেনকে মেরে ফেলেছে...কিন্তু আমার বৃদ্ধ সঙ্গী... আমি দিব্যি গালছি যে, তোমার মৃত্যু বিফল হবেনা!
এটা লৌহ... মানবের দিব্যি!

এই জেনারেটর্স আমাকে যথেষ্ট শক্তি প্রদান করেছে...আমার হৃদ পিন্ড ঠিক ভাবে চলছে আমি সেই শক্তিটা অনুভব করতেও পারছি!
অবিশ্বাস্য শক্তি!
এবার আমাকে যা করতে হবে...
তাহোল...
কি ভাবে...
নিজের কবচকে নিয়ন্ত্রিত করব!
কর্র্র...ধড়াম!
ওহো...কেমিষ্ট্রির প্রথম নিয়ম মনে রাখা উচিত ছিল- সিদ্ধান্ত নেওয়া এক জিনিষ, আর সেটাকে কাজে করাটা খুবই মুশ্কিল হতে পারে!
মনে হচ্ছে যেন আমি এক বাচ্চা, যে হাঁটতে শিখছে!
কিন্তু শীঘ্রই আমার মস্তিষ্ক এই অদ্ভুত ধাতু-কবচকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখে গেল।
ওদিকে বাইরে...
দরজা ভেঙে ফেলো... ঐ আমেরিকান যদি আমার সঙ্গে বেইমানী করে...
ও-ও বুড়োর মত মারা পড়বে!

ওয়াং-চু দরজা দিয়ে ভেতরে তো এসে গেছিল...কিন্তু ও এখানে এ্যাম্থনী স্টার্ককে পাবেনা!
পাবে এক লৌহ-মানবকে!
এক লোহার মানুষ...হে ভগবান...আমি সত্যি-সত্যিই তাই হয়ে যাই নি তো?
আর আমাকে বেঁচে থাকতে হলে সর্বদা এই রূপেই থাকতে হবে...এই ধাতুর বর্মে...!
যদি এটাই নিয়তি হয় হোক! আমি এর পুরো লাভ ওঠাব!
সমস্ত ধারাপকে ধ্বংস করব!
আমার প্রথম কাজ হবে নিজেকে কিছু সময় দান করা, যাতে আমি পরের পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে পারি।
সৌভাগ্যবশত: এই কবচের সঙ্গে আমি কিছু বিশেষ উপকরণ লাগিয়ে নিয়েছি।
যেমন বায়ু-চালিত জেট, যা আমাকে তাড়াতাড়ি সিলিং পর্যন্ত্য নিয়ে যায়।
আর কিছু বিশেষ চুম্বক, যা আমাকে এক বিশাল মানব-মাকড়শার মত ওখানেই আটকে রাখে।
ও চলে গেছে, প্রভু!
আর ওর কোন অস্ত্রও বানায়নি! খোঁজ ওকে!
আর শেষ করে দাও! তত-ক্ষনে আমি আমার প্রিয় খেলা খেলি। কৃষকদের লড়াই!
আর কম্যুনিষ্টরা চলে গেলে
খুনী! যতক্ষন বেঁচে আছিস, মজা লুটে নে। খুব শীঘ্রই তোর খেলাই তোর পতনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে!

শীঘ্রই...
আরও এক দুর্বল শত্রু পরাস্ত.. এর মোকাবিলা করার মত কি কেউ নেই?
আছে!
কে?
আমি... তোমাদের শিক্ষাদানকারী...সু-বিচারের যন্ত্র!
তোমার যম... ওয়াং...চু!
হা-হা-হা-! এক রহস্যময় ভুল-সংশোধক?
এগিয়ে এসো...যাতে আমরা দেখতে পারি যে, কে সেই বাহাদুর।
বৃদ্ধের দিব্যি!
কি ব্যাপার বিজয়ী? এর আগে কি কখনো লৌহমানব দ্যাখো-নি?
ত্...ত্... তুমি তো মানুষ নও..
তুমি এক ভয়ানক দুঃস্বপ্ন-দৈত্য!
হয়তো তাই, ওয়াং-চ! কিন্তু তুমি তো স্বপ্ন বিনাশকারী!
তাই এটাই উচিত যে,
উ SSS ফ্!
একে অপরকে শেষ করে দিই!

ওকে মেরে ফেলো...যে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে!
কিন্তু...
টড়াং!
টড়াং!
টড়াং!
ছোট অস্ত্র ব্যর্থ...গ্রেনেড আনো! রকেট আনো!
যদিও আমার বর্ম রকেটের আঘাত সহ্য করতে পারে... কিন্তু ঝুঁকি নেব কেন, যখন আমার কাছে চুম্বকীয় টার্বো ইন্সুলেট আছে
আর যখন টপ-হেডে লাগানো ট্রানজিস্টার এর শক্তি হাজারগুন বাড়িয়ে দিতে পারে... তাহলে বিপদকে পুরোপুরি শেষ করে দেওয়াই ভাল!
আ আ ঈ ঈ!
এবার আমি চুম্বকীয় প্রভাবকে উল্টে দিই!
ফিরে এসো... ও একা আর আমরা অনেকে!
আরে...এই চেঁচামেচিতে ওরা আমার কথা শুনতেই পাচ্ছে না। আমার অবজারভেশন টাওয়ার থেকে লাউড-স্পীকারে বলা উচিত।
সাবধান! যে লৌহ-মানবের মাথা আনবে, সে দশ হাজার ইয়েন পুরস্কার পাবে।
সর্বাক! বর্রাক! কর্রাক!
তুমি কোন সুযোগ পাবে না, বোকা! কারণ আমার ট্রানজিস্টার এত আওয়াজ সৃষ্টি করবে, যে তুমি কিছু বলতে বা শুনতে পারবে না।

"এখনও আমি আমার ট্রান্সমিটার আর ভাষা নকলকারীর কথা বলিইনি!"
সাবধান, উইরো! সব শেষ হয়ে গেছে!
কিন্তু এটা তো আমার কথা নয়।
আমাদের আমেরি-কানদের কাছে আত্মসমর্পন করতে হবে, নয়তো সবাই মরব!
ক্... কিছু বুঝতে পারছি না।!
এবার ওয়াং.. ঢুকে ঠিক করি!
দরজা তো বন্ধ!
কিন্তু আমার অনু-বিসর্জক এর সমাধান খুঁজে নেবে!
তোমার সৃষ্ট আতংকের শেষ হয়েছে। এবার আত্মসমর্পন কর!
না... আমি হার মানব না!
উফ!
ভড়াম!
কখনো নয়
আমি সমস্ত গ্রাম-বাসীদের মেরে ফেলব.. তখন তুমি বুঝতে পারবে!
এই আলমারী-তে তো মনে হচ্ছে কাঁচ ভর্তি রয়েছে!

কিন্তু এত ভয়ংকর আঘাতটাও আমার ট্রান জিস্টার শক্তি চালিত শরীরের কাছে খড়ের মত!
উফ্! এখান থেকে বেরোতে তো আমার সব শক্তি লেগে গেল!
কিন্তু আমি থাকতে ওয়াং-চু নির্দোষ গ্রামবাসীদের মারতে পারেনা। আশা করি–
অস্ত্রাগার
হ্যাঁ, এতে প্রচন্ড চাপ আছে, যাতে তেলের স্রোতকে অস্ত্রাগার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে!
এবার আমাকে টর্চ এক্সটেনশনকে চালু করতে হবে... আর...
প্রার্থনাও...
টিং...ঢন্ডা ss গা
কিছুক্ষণ পর
প্রফেসর চিনসেনের মৃত্যুর বলা নিয়ে নিয়েছি...
এবং ধ্বংস হয়ে গেছে অত্যাচারীর এক গ্রাম...
সব শেষ!
কিন্তু যখন জ্বলন্ত ধ্বংসস্তূপ থেকে নিজের পোশাক নিয়ে ও বেরিয়ে এল, এখন টনি স্টার্ক বুঝতে পারল যে, ওটা শেষ ছিল না...
ছিল এক সূত্রপাত!

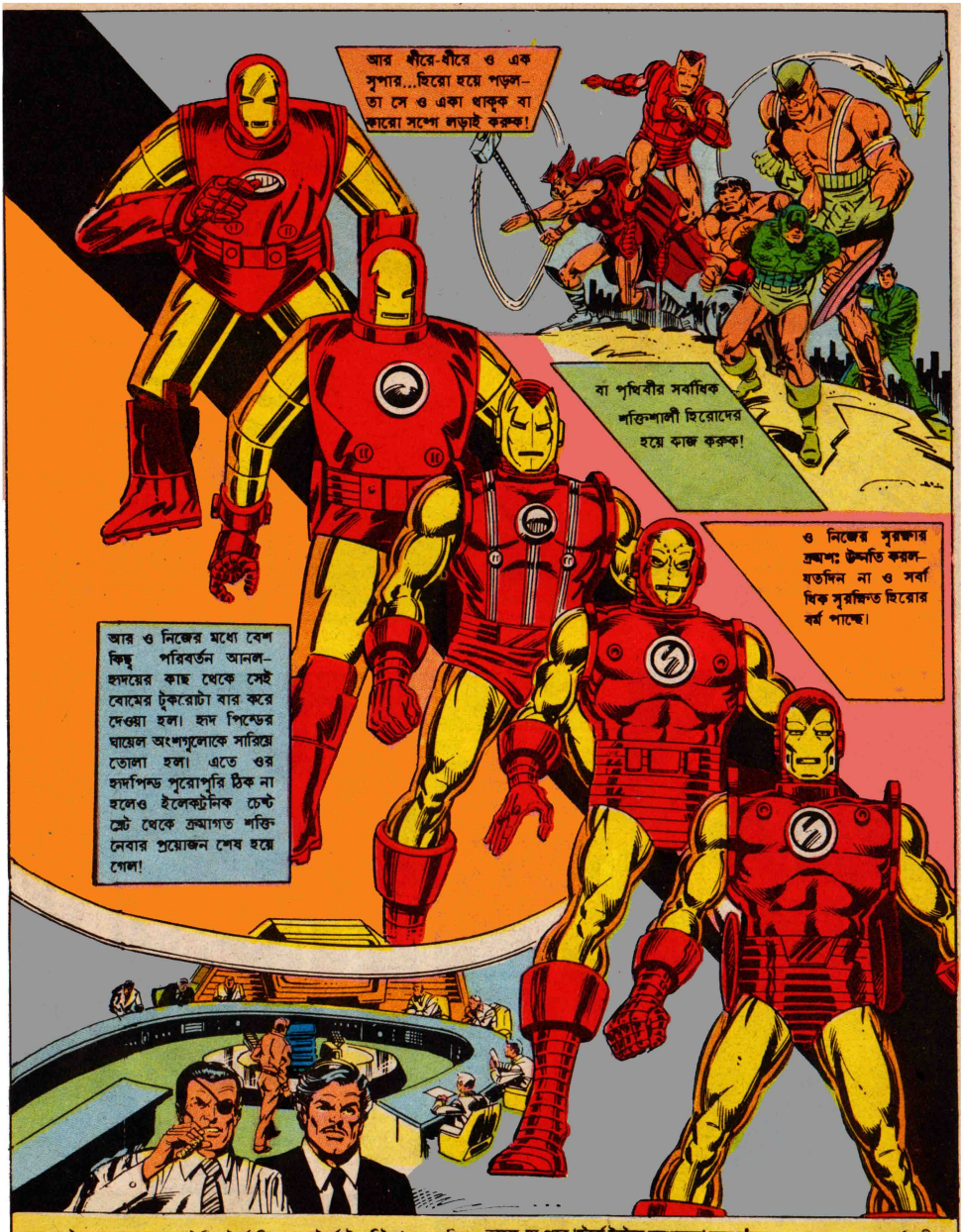

আর লৌহ-মানবের রূপে টোনি স্টার্ক নিজের 'স্টার্ক ইন্ডাস্ট্রিজ' কে বাড়িয়ে তুলল, যা পরে 'স্টার্ক ইন্টার ন্যাশনাল' হয়ে দাঁড়াল-এর ফলে ও সমস্ত পৃথিবীর অর্থতন্ত্র আর রাজতন্ত্রের শিরোমনি হয়ে দাঁড়াল তারপর ও সেই পথে চলল, যে পথে ও বেশ কিছু ব্যক্তিগত সমস্যার মুখোমুখি হল ও নিজের সাহসের সঙ্গে সব সমস্যার সমাধান করল!

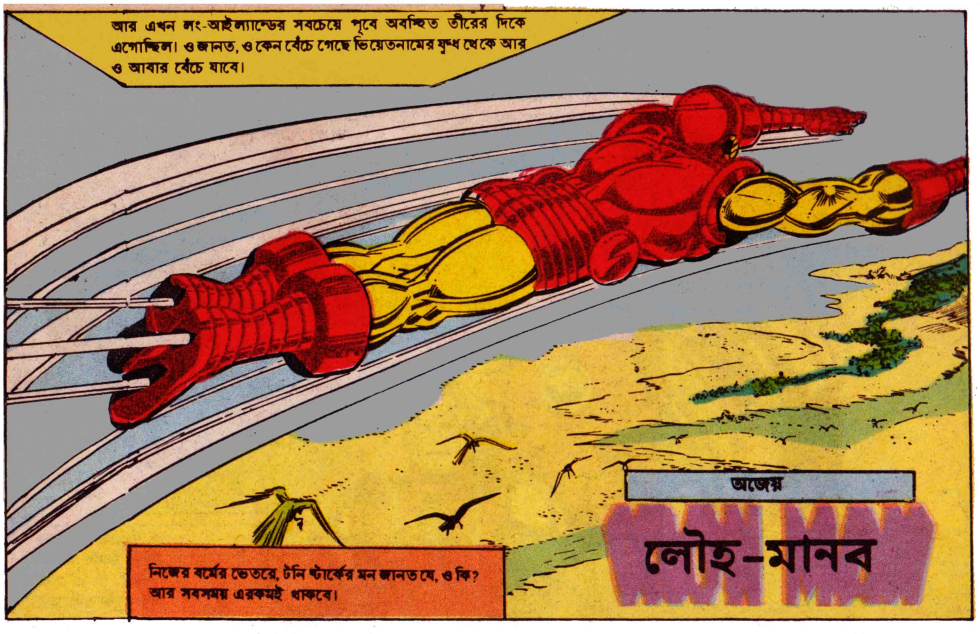
আর এখন লং-আইল্যান্ডের সবচেয়ে পূবে অবস্থিত তীরের দিকে এগোচ্ছিল। ও জানত, ও কেন বেঁচে গেছে ভিয়েতনামের যুদ্ধ থেকে আর ও আবার বেঁচে যাবে।
অজেয়
লৌহ-মানব
নিজের বর্মের ভেতরে, টনি স্টার্কের মন জানত যে, ও কি? আর সবসময় এরকমই থাকবে।

উপসংহার
অনেক দূরে ভূমধ্যসাগরে
মিঃ হেমর, আমাদের 'মনি টেইড' (সুদূর ভেদক যন্ত্র) জানাচ্ছে যে, লৌহ-মানব 'মা-টক পয়েন্টে' রয়েছে।
ভাল! তাহলে এবার ফেজ তিনের পরীক্ষা শুরু করে দাও!

যদি এই তৃতীয় চেষ্টায় আগের দুবারের মত সফল হই, তাহলে কোন সন্দেহ নেই...
...যে ঐ লৌহ-মানব আমাদের কব্জায় এসে যাবে!
পরের সংখ্যায় পড়ুন!
পরের সংখ্যা তিন সুপার-ভিলেন এবং আশ্চর্যজনক বেথানী কেব্রের ব্যাপারে পড়তে ভুলবেন না!

মৃত্যুর ক্যা[illegible]নো!

ভারতবর্ষে
সর্বাধিক
বিক্রিত কমিকস

ডায়মণ্ড কমিকসে

কার্টুনিস্ট প্রাণের
হাসিয়ে-হাসিয়ে লুটোপুটি খাইয়ে দেওয়ার মত জনপ্রিয় চরিত্র চাচা চৌধুরী, বিল্লু, পিঙ্কীর নতুন মনোরঞ্জক কাণ্ডকারখানা

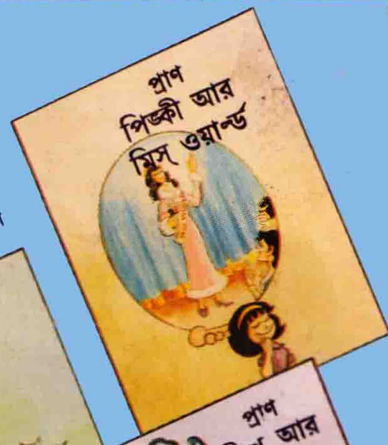

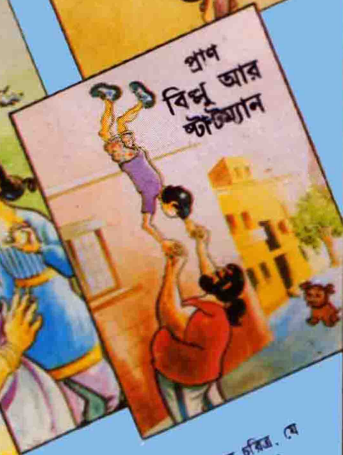

ফ্যান্টম
কমিকস জগতের এক অদ্ভুত চরিত্র, যে হাজার-হাজার বছর ধরে জীবিত। ও পৃথিবীর সমস্ত অন্যায়-অত্যাচারকে শেষ করার শপথ নিয়েছে। গভীর জঙ্গলে বাস করেও ফ্যান্টমের কার্যক্ষেত্র সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে আছে। ও বন্ধুর বন্ধু, কিন্তু শত্রুর কাছে সাক্ষাৎ মৃত্যু।

বিশ্বপ্রসিদ্ধ চরিত্র ফ্যান্টমের এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত সমস্ত কমিকস পাওয়া যাচ্ছে।

কাছের স্টল থেকে কিনুন
বা আমাদের লিখুন।

ডায়মণ্ড কমিকস প্রা. লি.
X-30, ওখলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া
ফেজ-2, নূতন দিল্লী-20

নিজের অর্ডারের সঙ্গে 10 টাকা অগ্রিম নিশ্চয়ই পাঠান।